বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
www.ecs.gov.bd

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

১৬ জুলাই, ২০১৭
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশনায়ঃ
জনসংযোগ অধিশাখা
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, ঢাকা
www.ec.org.bd

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য কর্মপরিকল্পনা

ভূমিকা

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ২৯ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে। ফলে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের ২৮ তারিখের মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে দৃঢ়তার সাথে এবং সুচিন্তিত পন্থায় এগিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় পর্যায়ের এ নির্বাচন নিয়ে জনমানুষের প্রত্যাশা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে রয়েছে – নির্বাচন মাঠে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ, সর্বব্যাপী অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান, আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, অর্থ এবং পেশিশক্তির ব্যবহার দমন, আইনি কাঠামোর সংস্কার, নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ, নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন, আইনানুগভাবে ভোটকেন্দ্র স্থাপন, নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের নির্বাচনি কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। ক্ষেত্রগুলো নির্বাচনে বহুমাত্রিক প্রভাব বিস্তার করে।

কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। গণমাধ্যম নানামুখী সংবাদ, প্রবন্ধ, আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশ করছে। সুশীল সমাজ সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ অব্যাহত রাখছে। সরকারের উন্নয়ন সহযোগীগণ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সবার কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। দেশবাসী একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। সার্বিকভাবে দেশে জাতীয় নির্বাচনের যে একটি অনুকূল আবহ সৃষ্টি হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

কর্মপরিকল্পনা

জনগণের প্রত্যাশার প্রতি গুরুত্ব রেখে সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ৭টি করণীয় বিষয় নির্ধারণ করে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সেগুলো হলো–

১. আইনি কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কার;
২. নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার পরামর্শ গ্রহণ;
৩. সংসদীয় এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ;
৪. নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং সরবরাহ;
৫. বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ভোটকেন্দ্র স্থাপন;
৬. নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ও নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিরীক্ষা এবং
৭. সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সবার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ।

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

নির্বাচন কমিশনের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নির্বাচনের মূল অংশীজন এবং উপকারভোগী সংগঠন-রাজনৈতিক দল, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের সমীপে উপস্থাপন করে সবার মতামতের আলোকে কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো চূড়ান্ত করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পুরো কর্মযজ্ঞ তদারকি এবং তা চূড়ান্তকরণের জন্য মাননীয় কমিশনারগণের নেতৃত্বে বিষয়ভিত্তিক আলাদা আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সবার মতামতের আলোকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইনানুগ এবং গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব হবে বলে নির্বাচন কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

১. আইনি কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কার

নির্বাচন পরিচালনার জন্য ধাপে ধাপে নির্বাচন কমিশন একটি আইনি কাঠামো তৈরি করেছে। আইনি কাঠামো অর্থাৎ প্রণীত আইন, বিধি, প্রবিধি এবং নীতিমালা প্রয়োগ করে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের যে প্রাতিষ্ঠানিক ও দাপ্তরিক সক্ষমতা রয়েছে তার মাধ্যমে অতীতে গ্রহণযোগ্য এবং প্রশংসিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি পরিবর্তনের মুখে বর্তমান আইন ও বিধিমালায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে তা আরো কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে কমিশন মনে করে। মূল আইনি কাঠামোর আওতায় ক্ষেত্রবিশেষে কতিপয় প্রয়োজনীয় ধারণা প্রবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, যাতে ভোট প্রক্রিয়া আরো অর্থবহ এবং সহজতর হয়।

The Delimitation of Constituencies Ordinance, ১৯৭৬ (Ordinance No. XV of 1976)-এ জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বিন্যাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আসন বিন্যাসের সময় প্রশাসনিক এককের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়েও আইনে নির্দেশনা রয়েছে। আদমশুমারীর জন্য জনসংখ্যা গণনার দিন যে যেখানে অবস্থান করেন তাকে সে জায়গার নাগরিক হিসেবে গণনা করা হয়। অনেকে কাজের প্রয়োজনে বড় শহরাঞ্চলে বসবাস করলেও তারা নিজ এলাকায় ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত থাকেন। এছাড়া শহর অঞ্চলে বসবাস এবং ভোটার হিসেবে শহরে নিবন্ধিত হলেও তারা গ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন। বিষয়গুলো বিবেচনা করা হলে জাতীয় সংসদের সীমানা পুনর্বিন্যাস করার জন্য আইনি কাঠামো সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। আইন সংস্কার করে শুধু জনসংখ্যাকে বিবেচনায় না এনে জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা ও আয়তনকে বিবেচনায় আনয়ন করা যেতে পারে। রাজধানীর মতো বড় শহরের আসন সংখ্যা সীমিত করে নির্দিষ্ট করে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী ভোটার এলাকার বাইরে অবস্থানরত নির্দিষ্ট কিছু ভোটার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু প্রক্রিয়াটি জটিল। দেশে এবং বিশেষ করে বিদেশে অবস্থানরত সব ভোটারকে সহজ পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেয়ার বিষয়গুলো আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।

নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮-এর কাঠামোতে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে, যা দূর করা বিশেষ প্রয়োজন। যেমন বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত কোনো প্রার্থীর গেজেট প্রকাশ কখন করা হবে এ বিষয়ে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে, যা দূর করা আবশ্যক। অন্যান্য আইনি কাঠামোগুলো পর্যালোচনা করে কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তা দূর করার উদ্যোগ নেয়ারও প্রয়োজন হবে।

নির্বাচনি ব্যবস্থার জন্য বিদ্যমান আইনি কাঠামোর কিছু অংশ ইংরেজি এবং কিছু অংশ বাংলায় রয়েছে। পুরো আইনি কাঠামোটি বাংলায় প্রণীত হলে ব্যবহারকারীগণের কাছে তা সহজেই বোধগম্য হবে। যেমন, The Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976 (Ordinance No. XV of 1976) এবং The Representation of the People Order, 1972 (President's Order No 155 of 1972) (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২) আইন দুটো উল্লেখযোগ্য। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ নির্বাচন সম্পৃক্ত সব মানুষের জন্য একটি ঐতিহাসিক ও অপরিহার্য দলিল। সব সংশোধনীসহকারে মূল আইনটি বাংলাভাষায় রূপান্তর করা গেলে তা প্রার্থী, ভোটার এবং নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সবার কাছে সহজবোধ্য হবে। নির্বাচন পরিচালনাকে সময়োপযোগী এবং গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ এ যাবৎ প্রায় দুই শতাধিক সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। আইনটিকে প্রয়োজনের নিরিখে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আরও সংস্কারের প্রয়োজন হবে। পুরো আইনটি একীভূত করে বাংলায় প্রণীত হলে সবাই উপকৃত হবেন। ইংরেজিতে মূল আইনটি বলবৎ থাকায় বেশ কিছু শব্দ ও শব্দগুচ্ছ বাংলায় প্রণীত অন্যান্য আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইন দুটো বাংলা ভাষায় রূপান্তর ও সর্বজনবোধগম্য করে পুনরায় তৈরি করা হলে ব্যবহারকারীগণ উপকৃত হবেন। অহেতুক ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দগুলো পরিহার করা সম্ভব হবে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর আলোকে যেসব আইন, বিধি, প্রবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ এবং নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সংগঠনগুলো সে সম্পর্কে অবহিত আছেন। তদুপরি এই আইনগুলো সম্বন্ধে পুনরায় আলোকপাত করা হলে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, মিডিয়া এবং নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সবাই আইনি কাঠামোকে আরও কার্যকর করার জন্য মতামত/সুপারিশ রাখতে পারবেন। সুপারিশের আলোকে একটি আইনি কাঠামো প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগ করা সম্ভব হলে ভোটারগণ স্বাচ্ছন্দ্যে এবং নির্দ্বিধায় ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন । একই সাথে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের প্রার্থী, তাদের এজেন্ট এবং সমর্থনকারী ভোটারগণ কর্তৃক নিয়ম-কানুন বা বিধি-নিষেধ সুচারুরূপে প্রতিপালনের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়ক হবে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেসব আইন ও বিধি বিদ্যমান রয়েছে এবং পর্যালোচনার সুপারিশ করা হয়েছে তার তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো-

(ক) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত);

(খ) নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ (সংশোধনীসহ);

(গ) The Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976 (Ordinance No. XV of 1976);

(ঘ) সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮;

(ঙ) রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ (২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত);

(চ) স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থিতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১ (সংশোধিত);

(ছ) নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১;

(জ) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০;

(ঝ) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯;

(ঞ) ভোটার তালিকা বিধিমালা ২০১২;

(ট) প্রতিটি নির্বাচনি এলাকায় ভোটারপ্রতি নির্বাচনি ব্যয় নির্ধারণের প্রজ্ঞাপন;

(ঠ) নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা, ২০১০ (জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সংশোধিত);

(ড) Guidelines for Foreign Election Observer, 2013;

(ঢ) ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলি।

উপর্যুক্ত আইন ও বিধি-বিধানের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে অতীতে নির্বাচনে অবৈধ অর্থ ব্যবহার রোধ ও পেশিশক্তির ব্যবহার অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হলে এক্ষেত্রে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার পথ সুগম হবে। আইনের সংস্কারের লক্ষ্যে একজন মাননীয় কমিশনারের নেতৃত্বে আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি আইনের ধারা ও উপধারাগুলো সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করে দেখবে এবং তার উপর সুপারিশ প্রণয়ন করবে। এক্ষেত্রে যে কোন বিশেষজ্ঞ পরামর্শ বিবেচনা করা হবে।

উপর্যুক্ত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সারণি-১-এর সময়সূচি অনুসরণ করা হবে।

সারণি-১

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
১.১	জুলাই, ২০১৭	আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ	নির্বাচন ব্যবস্থাপন অনুবিভাগ-১ ও আইন অনুবিভাগ
১.২	জুলাই-ডিসেম্বর,২০১৭	আইনি কাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ	নির্বাচন পরিচালনা, জনসংযোগ ও আইন অধিশাখা
১.৩	ডিসেম্বর, ২০১৭	আইন সংস্কারের প্রাসঙ্গিক খসড়া প্রস্তুতকরণ	আইন অনুবিভাগ এবং নির্বাচনি সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা
১.৪	ফেব্রুয়ারি, ২০১৮	আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ	

২. নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার পরামর্শ গ্রহণ

নির্বাচনি আইনি কাঠামো ও নির্বাচনি প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনালগ্ন থেকে রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। তারা বর্তমানে প্রচলিত প্রক্রিয়াগুলো পর্যবেক্ষণ করছেন এবং প্রক্রিয়াগুলোর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক সম্বন্ধে অবহিত আছেন। নির্বাচন-সংক্রান্ত যেকোনো আইনি কাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রণয়নে এবং তা সংস্কারের প্রয়োজনে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট সবার পরামর্শ থাকা বাঞ্ছনীয়। তাদের মতামতের আলোকে এগুলো প্রণীত হলে আইন ও প্রক্রিয়ার প্রয়োগ নিশ্চিত করা সহজ হবে।

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সবার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একটি যুগোপযোগী আইনি কাঠামো ও প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সংগঠনের সাথে আলাপ-আলোচনার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

উপর্যুক্ত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সারণি-২-এর সময়সূচি অনুসরণ করা হবে।

সারণি-২

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
২.১	জুলাই ৩১, ২০১৭	সুশীল সমাজের সাথে সংলাপ	
২.২	আগস্ট, ২০১৭	গণমাধ্যমের সাথে সংলাপ	নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ এবং জনসংযোগ অধিশাখা
২.৩	আগস্ট -সেপ্টেম্বর, ২০১৭	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ	
২.৪	অক্টোবর, ২০১৭	নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর সাথে সংলাপ	
২.৫	অক্টোবর, ২০১৭	নারী নেত্রীবৃন্দের সাথে সংলাপ	
২.৬	অক্টোবর, ২০১৭	নির্বাচন পরিচালনা বিশেষজ্ঞগণের সাথে সংলাপ	
২.৭	নভেম্বর, ২০১৭	সুপারিশমালার প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত	
২.৮	ডিসেম্বর, ২০১৭	সুপারিশমালার চূড়ান্তকরণ	

৩. সংসদীয় এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে সারাদেশে প্রত্যক্ষ নির্বাচনভিত্তিক ৩০০ সংসদীয় আসনের কথা উল্লেখ রয়েছে। The Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976 (Ordinance No. XV of 1976) অনুযায়ী প্রতিটি জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচনের আগে সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুসারে বিগত আদমশুমারির জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই সীমানা নির্ধারণের কাজ করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক অখণ্ডতা বজায় এবং যাতায়াত সুবিধার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ভোটার সংখ্যা ও আয়তনের বিষয়টি আইনে গুরুত্ব পায়নি।

নির্বাচন কমিশনের নথিপত্র থেকে দেখা গেছে ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ২০০১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে নির্বাচনি এলাকার সীমানার ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছিল। এর মধ্যে ২০১১ সালে একটি আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২০১১ সালের আদমশুমারির উপর ভিত্তি করে নির্বাচনি এলাকার

সীমানা নির্ধারণে দৃশ্যমান তেমন কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। অর্থাৎ ২০১৪ সালের নির্বাচনে প্রায় সব ক্ষেত্রে ২০০৮ সালে অনুসৃত নির্বাচনি সীমানা বলবৎ রাখা হয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে ২০১১ সালের আদমশুমারির প্রকাশিত প্রতিবেদন বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে নির্বাচনি এলাকাগুলোর সীমানা উপর্যুক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৬-এর উপ-ধারা (২) অনুসারে প্রশাসনিক সুবিধা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, আয়তন এবং জনসংখ্যার বিভাজনকে যতদূর সম্ভব বিবেচনায় রেখে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণে কাজ করা সমীচীন হবে।

সময়ের পরিবর্তনে এবং জনগণের শহরমুখী প্রবণতার কারণে বড় বড় শহরগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যার আধিক্য অথবা ঘনত্ব বিবেচনা করা হলে শহর এলাকায় সংসদীয় আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে পল্লি অঞ্চলে আসন সংখ্যা কমে যাবে। ফলে শহর এবং পল্লি অঞ্চলের সংসদীয় আসনের বৈষম্য সৃষ্টির সুযোগ হবে। সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় শুধু জনসংখ্যার উপর ভিত্তি না করে জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা এবং সংসদীয় এলাকার আয়তন বিবেচনায় নিয়ে সীমানা নির্ধারণ করার জন্য আইনি কাঠামোতে সংস্কার আনা প্রয়োজন। কেননা ভোটার তালিকা প্রতিবছর হালনাগাদ করা হয়। জনসংখ্যা, মোট আয়তন ও ভোটার সংখ্যা উভয়কে প্রাধান্য দিয়ে বড় বড় শহরের আসনসংখ্যা সীমিত করে দিয়ে আয়তন, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও উপজেলা ঠিক রেখে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ বিষয়টি কমিশনের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

অধিকন্তু, নতুন সৃষ্ট প্রশাসনিক এলাকা এবং বিলুপ্ত ছিটমহলগুলো মূল ভূখণ্ডের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজন হবে।

সীমানা নির্ধারণ চূড়ান্ত করার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নীতিমালার আলোকে সীমানা নির্ধারণ খসড়া তৈরি করে সংশ্লিষ্টদের দাবি ও আপত্তিসমূহ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত করা হবে। সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ আইনের অধীনে একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়।

সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ সম্পন্ন করার জন্য সারণি-৩-এর সময়সূচি অনুসরণ করা হবে।

সারণি-৩

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
৩.১	জুলাই-আগস্ট, ২০১৭	নির্বাচনি এলাকা পুনর্নির্ধারণের জন্য আগের নীতিমালা পর্যালোচনা করে একটি নতুন নীতিমালা প্রস্তুতকরণ	নির্বাচন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ-১ ও আইসিটি অনুবিভাগ
৩.২	আগস্ট, ২০১৭	নির্বাচনি এলাকা পুনর্নির্ধারণকল্পে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেমস (GIS) সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ	
৩.৩	অক্টোবর, ২০১৭	নীতিমালার আলোকে বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ৩০০টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে খসড়া তালিকা প্রণয়ন	
৩.৪	নভেম্বর, ২০১৭	৩০০টি নির্বাচনি এলাকার খসড়া তালিকা প্রকাশ করে দাবি/আপত্তি/সুপারিশ আহ্বান	
৩.৫	নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৭	আপত্তির বিষয়ে অঞ্চলভিত্তিক শুনানি শেষে নিষ্পত্তিকরণ	
৩.৬	ডিসেম্বর, ২০১৭	৩০০টি আসনের সীমানা চূড়ান্ত করে গেজেট প্রকাশ	

৪. ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং বিতরণ

বর্তমানে ভোটারের সংখ্যা ১০ কোটি ১৮ লক্ষ। কোনো নাগরিক ১ জানুয়ারি ১৮ বছর বয়সে পদার্পণ করলে তিনি ভোটার হবার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাতে মোট ভোটারের প্রায় ২.৫% নতুন ভোটার প্রতি বছর ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পান। আবার প্রতি বছর কিছু ভোটার মৃত্যুবরণ করেন। তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। তাছাড়া প্রতি বছর অনেক ভোটার তাদের ভোটার এলাকা পরিবর্তন করে অন্য এলাকায় ভোটার হতে চান। ফলে তার নাম কাঙ্ক্ষিত ভোটার এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972) ও International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973)-এর অধীনে কোনো অপরাধে দণ্ডিত কেহ ভোটার তালিকাভুক্ত হতে পারবে না এবং কেহ ভোটার হয়ে থাকলে তার নাম তালিকা থেকে বাদ দেয়া হবে।

ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার উদ্দেশ্যে এ বছরের জুলাই ২৫ তারিখ নতুন ভোটারগণের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করা হবে। ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং বিতরণ তদারকি করার জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশেষ ও দুর্গম এলাকার জন্য আলাদা কমিটি কাজ করে থাকে।

ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার জন্য সারণি-৪-এর সময়সূচি অনুসরণ করা হবে।

সারণি-৪

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
৪.১	জুলাই ২৫, ২০১৭ থেকে ৯ আগস্ট, ২০১৭	বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদের জন্য তথ্য সংগ্রহ	নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ২ অনুশাখা ও জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগ
৪.২	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭	সংগৃহীত তথ্য ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্তকরণ	
৪.৩	০২ জানুয়ারি, ২০১৮	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	
৪.৪	২-১৫ জানুয়ারি, ২০১৮	খসড়া ভোটার তালিকার উপর সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষের দাবিআপত্তি গ্রহণ	
৪.৫	১৬-২০ জানুয়ারি, ২০১৮	দাবিআপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	
৪.৬	২১-৩০ জানুয়ারি, ২০১৮	চূড়ান্ত তথ্য ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্তকরণ	
৪.৭	৩১ জানুয়ারি, ২০১৮	হালনাগাদকৃত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	
৪.৮	জুন, ২০১৮ থেকে	৩০০টি নির্বাচনি এলাকার জন্য ভোটার তালিকা মুদ্রণ ছবিসহ ও ছবি ছাড়া ভোটার তালিকার সিডি প্রণয়ন ও বিতরণ	

৫. ভোটকেন্দ্র স্থাপন

নির্বাচনের সময় ভোটকেন্দ্র স্থাপন একটি অপরিহার্য বিষয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ বলে সংসদ সদস্যদের আসন সংখ্যা ৩০০। বর্তমান আইন অনুসারে একই দিন এবং একই সময়সীমার মধ্যেই ৩০০ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০০টি আসনের জন্য দেশব্যাপী প্রায় ৪০,০০০ ভোটকেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজন হয়। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৮ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনের সময়সূচির অংশ হিসেবে নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্র স্থাপন করে থাকে এবং তার চূড়ান্ত তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করে থাকে। সাধারণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, সরকারি অফিস, ক্লাব ইত্যাদি ভোটকেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়।

সাধারণত আগের নির্বাচনে যেসব কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেসব কেন্দ্র অপরিবর্তিত রাখা হয়। তবে নদীভাঙনজনিত অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভোটকেন্দ্র বিলুপ্ত হয়ে গেলে তৎপরিবর্তে নতুন ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কিছু কিছু এলাকায় ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণেও নতুন ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হয়। ভোটকেন্দ্র স্থাপনকালে নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত করে উপযুক্ততা বিচার-বিশ্লেষণ করে খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়ন করে থাকেন। প্রস্তুতকৃত খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করে দাবি আপত্তি শুনানি শেষে প্রাথমিক খসড়া তৈরি করে কমিশনের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হয়। তফসিল ঘোষণার পর কোনো ভোটকেন্দ্র কোনো প্রার্থীর বাড়ির কাছে অথবা প্রভাব বলয়ের মধ্যে পড়েছে মর্মে কোনো প্রার্থীর কাছে প্রতীয়মান হলে তিনি রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ করতে পারবেন। রিটার্নিং অফিসার তদন্ত করে অভিযোগের যথার্থতা নিশ্চিত করে প্রতিবেদন দাখিল করলে নির্বাচন কমিশন তা পরিবর্তন করে দিতে পারে।

ভোটকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম সারণি-৫-এর সময়সূচি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।

সারণি-৫

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
৫.১	জুন, ২০১৮	সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্র চিহ্নিত করে সর্বোচ্চ সুবিধাদি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান	নির্বাচনি সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা
৫.২	জুলাই, ২০১৮	নির্বাচনি এলাকাভিত্তিক ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ এবং রাজনৈতিক দলের স্থানীয় দপ্তরে প্রেরণ	
৫.৩	আগস্ট, ২০১৮	খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকার উপর দাবি/আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ	
৫.৪	ভোট গ্রহণের ২৫ দিন আগে	কমিশনের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ভোটকেন্দ্রের গেজেট প্রকাশ	
৫.৫	তফসিল ঘোষণার পর	গেজেটে প্রকাশিত ভোটকেন্দ্রের তালিকা সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ	

৬. নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিরীক্ষা

নির্বাচন কমিশনের কাছে মোট ৪০টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত রয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলোর তালিকা

নিবন্ধন নম্বর	রাজনৈতিক দলের নাম
১	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি - এলডিপি
২	জাতীয় পার্টি-জেপি
৩	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল.)
৪	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ
৫	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৭	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বি.এন.পি
৮	গণতন্ত্রী পার্টি
৯	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
১০	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
১১	বিকল্পধারা বাংলাদেশ
১২	জাতীয় পার্টি
১৩	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ
১৪	(বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-কোর্টের আদেশে নিবন্ধন বাতিল)
১৫	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
১৬	জাকের পার্টি
১৭	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
১৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি
১৯	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন
২০	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
২১	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ

২২	ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি)
২৩	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ
২৪	গণফোরাম
২৫	গণফ্রন্ট
২৬	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি)
২৭	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ
২৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি
২৯	ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন
৩০	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ
৩১	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি
৩২	ইসলামী ঐক্যজোট
৩৩	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস
৩৪	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৩৫	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট
৩৬	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা
৩৭	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি
৩৮	খেলাফত মজলিস
৩৯	(ফ্রিডম পার্টি - নিবন্ধন বাতিল)
৪০	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল
৪১	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)
৪২	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ

রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৮ (২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত)-এর আলোকে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো বিধি-বিধানের আলোকে পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখার আইনানুগ দায় নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আগ্রহ পোষণ করেছে। তাদের আবেদন বিবেচনা এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসগুলো নিবন্ধনের শর্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন করছে কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যাতে সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

সারণি-৬-এর সময়সূচি অনুসারে নতুন রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন প্রদান করা হবে এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর হালনাগাদ অবস্থা পরীক্ষণ করা হবে।

সারণি-৬

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
৬.১	অক্টোবর, ২০১৭	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন শর্তাদি প্রতিপালন-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ	নির্বাচন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ-১
৬.২	জানুয়ারি, ২০১৮	প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বহাল-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ	
৬.৩	অক্টোবর, ২০১৭	নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন আহ্বান	
৬.৪	ফেব্রুয়ারি, ২০১৮	নতুন রাজনৈতিক দলের জন্য প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করে নিবন্ধন প্রদান	
৬.৫	মার্চ, ২০১৮	নতুন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ	

৭. সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সবার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম

নির্বাচন কমিশনের জনবল প্রায় ৩,০০০ জন। তার মধ্যে সদর দপ্তরে রয়েছে ৩০০ জনের অধিক। সার্বিক নির্বাচন পরিচালনায় প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের জন্য বছরব্যাপী নানামুখী পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ জনবলে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি একটি চলমান প্রক্রিয়া। একাজে নির্বাচন কমিশনের একটি আধুনিক এবং স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। সেখানে সারা বছর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিয়মিত আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে বেসামরিক-সামরিক প্রশাসন নির্বিশেষে প্রতিটি পক্ষকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পৃক্ত করা হয়। সে কারণে নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত প্রশিক্ষণের বাইরে জাতীয় এবং সাধারণ নির্বাচনের সময় সমস্যাভিত্তিক অবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাতে জনপ্রশাসনের সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান, সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন সংস্থার প্রধান, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সব স্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের করণীয় বিষয়গুলো অবহিত করা হয়। জাতীয় এবং সাধারণ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনকেন্দ্রিক বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণ ছাড়াও নির্বাচন পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নির্ধারিত পরিপত্র, নির্দেশনা এবং দাপ্তরিক আদেশ সরবরাহ করা হয়, যাতে তারা দক্ষতার সাথে নির্বাচন পরিচালনা করতে পারেন।

একাদশ জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ত কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদানের সাথে সাথে সাধারণ ভোটারদেরকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে। নির্বাচন-সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং নাগরিক হিসেবে ভোটারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এ উদ্যোগের সাথে দেশের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক কর্মী, নাট্যকার, অভিনেতা, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংবাদমাধ্যম এবং গণমাধ্যমের সহযোগিতা কমিশন প্রত্যাশা করে। নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ছোট ছোট নাটিকা তৈরি করে টেলিভিশন ও রেডিওর বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার করবে। নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সুশীল সমাজ এবং ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করবেন।

নির্বাচন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ এবং ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম সারণি-৭-এর সময়সূচি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে।

সারণি-৭

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
৭.১	জুলাই, ২০১৮ এর মধ্যে	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন	মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কল্যাণ অধিশাখা এবং নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৭.২	সময়সূচি ঘোষণার আগে	কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, REO, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা এবং উপজেলা পর্যায়ে ০৩ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদান	নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৭.৩	ভোট গ্রহণের আগে	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, জেলা নির্বাচন অফিসার ও উপজেলা নির্বাচন অফিসার
৭.৪		আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ- নির্দেশনা	রিটার্নিং অফিসার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
৭.৫	ভোটগ্রহণের আগে	ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির প্রশিক্ষণ-নির্দেশনা	নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও আইন অনুবিভাগ
৭.৬		জেলা পর্যায়ে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নির্দেশনা	
৭.৭		জেলা পর্যায়ে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের নির্দেশনা	
৭.৮	ভোটগ্রহণের ৬ মাস পূর্ব থেকে	ভোটারগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্ব সম্পর্কে গণমাধ্যমে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অব্যাহত প্রচার কর্মসূচি	জনসংযোগ অধিশাখা
৭.৯	ভোটগ্রহণের ৩ মাস আগে থেকে	জেলা এবং ক্ষেত্র বিশেষে উপজেলাস্তরে সাধারণ মানুষের সাথে মতবিনিময়	জেলা, উপজেলা নির্বাচন অফিস ও স্থানীয় প্রশাসন
৭.১০	ভোটগ্রহণের ১ সপ্তাহ আগে	জনপ্রশাসনের এবং আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ সম্পৃক্ত সামরিক ও বে-সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণকে নির্বাচন পরিকল্পনার সাথে পরিচিত করানো এবং মতবিনিময় করা	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

--------- ০ ---------